ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফোকলোর তত্ত্ব

ফোকলোর রত্নগর্ভ খনির মতো; এর রত্নরাজি চতুর্দিকে আলো বিকীরণ করে; পণ্ডিতগণ স্বীয় ধারণা অনুযায়ী নিজ নিজ জ্ঞানের বাতি জ্বালায়। লৌকিক উপাদান উপকরণের এরূপ বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে এর গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ (school) পদ্ধতিতে (Method) তত্ত্ব (Theory) গড়ে উঠেছে।[২৬] গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়, কার্ল ক্রোন, এ্যান্টি আর্নে, থিওডোর বেনফে, ক্লদ লেভি স্ট্রস ভ্লাদিমির প্রপ, স্টিথ থম্পসন, এ্যাক্সেল ওলরিক, এ্যালান ডান্ডিস, বেন ডান-আমোস প্রমুখ ফোকলোরবিদগণ যেসব তত্ত্ব দেন, সেসবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব নিম্নরূপ ঃ

২.১ ভারতীয় উৎস তত্ত্ব

জার্মান ভারততত্ত্ববিদ থিওডোর বেন্‌ফে লাইপজিক থেকে পঞ্চতন্ত্রের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫৯ সালে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের বিভিন্ন অংশে লোকসমাজে প্রচলিত লোককথার সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে ভারতবর্ষকে পুরাকথা ও রূপকথার উৎসভূমি বলে দাবি করেন। তাঁর প্রবর্তিত মত ভারতীয় উৎসতত্ত্ব বা 'ইন্ডিয়ালিস্ট থিয়োরি' রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং এই তত্ত্বের অনুসরণে পৃথিবীময় কাহিনী-পরিভ্রমণ তথা ওয়ানডারিং অব্ টেলস অথবা বরোয়িং অব্ টেলস অর্থাৎ এক জনগোষ্ঠী থেকে অপর জনগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ লাভ করে। পূর্ববর্তী গবেষকদের মতে তারও যুক্তি ছিল যে একমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই আদিমতম রূপকথা, লোককথা ইত্যাদির উদ্ভব হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে এক ঈশপের গল্পের জীবজন্তুরা কেবল জীবজন্তু; কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের জীবজন্তুরা মানুষেরই জবানীতে উপস্থিত। এছাড়া ঈশপের বহু গল্প প্রাচীন জাতক এবং মহাভারতেও পাওয়া যায়। বেনফা সিরিয়া দেশীয় লেখক বাড়ের (Bud) 'কলিলাহ্ ওয়া দিমনাহ' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন। বেনফার মতে : নানা ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক ও ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে দশম শতকের আগেই কিছুসংখ্যক ভারতীয় গল্প ইউরোপে যায়। এ সঙ্গে রাজ্য বিস্তার, বাঁদী, বন্দি, ক্রীতদাস, বিবাহ, হিজরত, পলাতক আসামি, ধর্ম বিস্তারের মাধ্যমেও তা সম্ভব ছিল। দশম শতাব্দীর পর বিদেশি মুসলিম রাজশক্তি– ইতালি, স্পেন ও রোমের মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে–এছাড়া বৌদ্ধদের মারফত চীন ও তিব্বত এবং অবশেষে মোঙ্গলদের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করে। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন, যেসব জীবজন্তুর গল্পে উপদেশ বা নীতি সংযুক্ত থাকে সেগুলোকে ইংরেজিতে 'Fable' বলা হয়। বাংলায় এগুলোকে নীতিকথা বলা যেতে পারে। ইংরেজি ঈশপের গল্প, বাংলায় হিতোপদেশ এবং সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র উৎকৃষ্ট নীতিকথার উদাহরণ।[২৭] তবে ঈশপের পশু-কাহিনী ব্যতীত নীতি ও উপদেশমূলক কাহিনীর সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের অনুরূপ কাহিনীর মিল আছে।

বেনফার-এর থিওরি প্রায় শতাধিক বৎসর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভারতীয় গল্পের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে এবং বেনফার-এ diffusion বা মূল কেন্দ্র থেকে উৎপত্তিবাদের থিউরি সমর্থনকারীগণ 'Indianist' বা ভারতীয় গোষ্ঠী নামে খ্যাত হন। এ সময় অন্যান্য দেশ-বিশেষ করে মিসর থেকে কিছুসংখ্যক লোক-কথা ও অন্যান্য লোক-সাহিত্য আবিষ্কৃত হলো। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক এনড্রিউ ল্যাং বেনফার এই Indic Theory-কে বানচাল করে দিলেন না, তবে বললেন এসব লোকসাহিত্য ও কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার স্বাক্ষর আছে– সেভাবেই এগুলোকে বিচার করতে হবে। এনড্রিউ ল্যাং-এর অকাট্য যুক্তি এখানে বেনফার-এর থিউরিকে নস্যাৎ করে দিলেন না তবে সব গল্পই ভারত থেকে সৃষ্ট এ কথায় তিনি সায় দেননি। তাছাড়া মিসর থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন গল্পের কাহিনীও বেনফার মতবাদকে কিছুটা দুর্বল প্রতিপন্ন করে। ভারত-মিসরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার অনেক আগেই মিসরের প্রাচীন কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। Andrew lang মনে করেন, তের শতকের মিসরের কাহিনী ও হোমার হিরোডোটাসের রচনায় অন্তর্ভুক্ত অনেক কাহিনীর মধ্যে উপাদানগত মিল আছে।

সুতরাং ভারত উপমহাদেশ লোককাহিনীর একমাত্র উৎস বা কেন্দ্রভূমি নয়। বেনফার ভারতীয় তত্ত্ব তথা এককেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব পরবর্তীকালে না টিকলেও তাঁর অনুসৃত তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি (comparative Method) অনেক নৃ-বিজ্ঞানী ও ফোকলোরবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশ্বের লোককাহিনী গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের জন্ম দেয়।[২৮]

২.২ ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব

লোকসাহিত্যের আন্তর্জাতিক চর্চার সূত্রপাত ঘটে জার্মানির গ্রিম্ ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপকথা সংগ্রহের মাধ্যমে। ছোটভাই উইলহেলম্ কার্ল গ্রিম (Wilhelm Karl Grimme-১৭৮৬-১৮৫৯) প্রধানত ছিলেন রূপকথার সংগ্রাহক। গ্রাম্য বৃদ্ধাদের মুখ থেকে রূপকথা সংগ্রহ করে তিনি বড় ভাই জেকব লুডউইগ কার্ল গ্রিমকে (Jacob luduwig Karl Grimme-১৭৮৫-১৮৬৩) ভাষাচর্চায় সহযোগিতা করেন।[২৯] গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পদনায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় জার্মানের অবিস্মরণীয় রূপকথা সংকলন kinder-und-Hous-Marchen (১৮১২-১৮১৫)। ১৮১২ অব্দে বইটির প্রকাশকালে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে কোনো থিওরির কথাই জাগেনি, নিছক সুখপাঠ্য গল্প হিসেবেই এগুলো প্রকাশ করেন। এর বেশ কিছুদিন পর ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তুমুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মূল খুঁজে বের করার জন্য পণ্ডিতদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা ও তর্কের সূচনা হয়। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও লোক-কাহিনী ও লোকথার কিছু সংগ্রহ দেখা গেলেও তুলনায় গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের kinder-und-Haus-marchen (কিন্ডার-উন্ড-হাউস-ম্যার্চেন)-র গল্পগুলোই উন্নততর প্রমাণিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে kinder-und-Haus-marchen-এর তৃতীয় সংস্করণে বড় ভাই জেকব লুডউইডা কার্ল গ্রিম মন্তব্য করলেন : গল্পগুলো অবশ্যই অত্যন্ত প্রাচীন এবং এগুলোর ভাষা ও বিষয় পরীক্ষা করেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মূল স্থির করা যেতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মূল হিসেবে জার্মান ভাষাকেই স্থান দেবার জন্য ওকালতি করা। তাঁর যুক্তি ছিল অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত যেসব গল্পের সঙ্গে মিল দেখা যায় তা জার্মান ভাষা থেকেই ছড়িয়েছে। গ্রিমের মতে গল্পগুলো পুরাকাহিনীর ভগ্নাংশ এবং "are to be under stood only by proper interpretation of myth from which they come", গ্রিমের এই তত্ত্ব ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব বা Broken Down Myth Theory বা পুরাকাহিনীর ভগ্নাংশ মতবাদ নামে আজ সর্বত্র সুপরিচিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জনগোষ্ঠী যেখানে গেছে, লোককাহিনীগুলো হয় একই উৎস থেকে তাদের সঙ্গে সেখানে পরিভ্রমণ করেছে, আর না হয় এক এক জাতির মধ্যে স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করেছে। প্রায়াম কর্তৃক হেলেনের এবং রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণের ঘটনায় কোনো তফাৎ নেই;, অনুরূপ হেক্টরবধের ও মেঘনাদবধের ঘটনায় তফাৎ নির্ণয় করা যায় না। লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়েছে, এথেন্স নগরীও ধ্বংস হয়েছে। গ্রিক

পুরাণের ও ভারতীয় পুরাণের আত্মার মিল এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়। এশিয়া ও ইউরোপ ছাড়া অন্য মহাদেশে যদি একই ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়, তবে ধরে নিতে হবে কোনো পরিব্রাজক, ধর্মযাজক অথবা বণিক দ্বারা তা প্রচারিত হয়েছে। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় জাতির ও ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীর উৎসের কথা বিবেচনা করে লোককাহিনী বিচারের 'ইন্দো-ইউরোপীয়' তত্ত্ব প্রদান করেন।

ছোট-ভাই উইলহেলম্ কার্ল গ্রিম আরও অগ্রসর হয়ে ১৮৫৬ সালে 'ভেঙে যাওয়া পুরাণতত্ত্ব' বা 'পুরাণের ভগ্নাংশ মতবাদ' নামে অপর একটি মত প্রদান করেন। লোককাহিনীর উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অভিন্ন উৎসের কথা বলেন। তাঁর মতে দেশের পুরাণ ভেঙেই এক একটি লোককাহিনীর জন্ম হয়েছে এবং উৎসের ব্যাখ্যা দ্বারাই ঐ কাহিনীর অর্থ বুঝা যাবে। তাঁর ভাষায়-

Tales are broken-down myths and can be understood only through an understanding of the myth from which they derive.

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের তত্ত্বের ত্রুটি এখানেই যে, তাঁরা আলোচনাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ও জনগোষ্ঠীর লোককাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন; খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁদের এ তত্ত্ব ধোপে টিকেনি। তবে তাঁরা পুরাণ ও লোককাহিনীর অভ্যন্তরীণ উপাদানগত ঐক্য দেখেন। এই সূত্র ধরে মটিফ তত্ত্বের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত লোককাহিনী স্থানান্তরে ভ্রমণ করে। লোককাহিনীর পরিভ্রমণ সূত্র ধরে ঐতিহাসিক-ভৌগলিক তত্ত্বের জন্ম হয়।[৩০]

ম্যাক্স মুলার (Max Muller) এঙ্গেলো গুবার নেটিস (Angelo de Gubernatics), জন ফিসক (John Fisk), স্যার জর্জ কক্স (Sir George Cox) প্রমুখ তুলনামূলক পুরাণ তাত্ত্বিক পুরাণের ভগ্নাংশ মতবাদ সমর্থন করে 'সৌর পুরাণ তত্ত্ব' (Solar Mythology) সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনেক লোককথার উদ্ভব ও বিকাশে সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে, তিনি মত প্রকাশ করলেন। গুবার নেটিস প্রাণী সংক্রান্ত পুরাণ Zoological mythology (১৮৭২) গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে পশুবিষয়ক লোককাহিনী এসব পুরাণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

২.৩ বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব

বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বে (Theory of Polygenesis) লোককাহিনীর একাধিক উৎসের কথা বিশ্লেষিত হয়।[৩১] বলাবাহুল্য ভারতীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত তা।

Andrew Lang এরূপ 'উদ্ভব তত্ত্বে'র এককেন্দ্র বিরোধিতা করেন। তিনি Custom and myth গ্রন্থে বলেন,

I have frequently said that giving similar state of taste and fancy similar beliefs, similar circumstances in a similar tale might conceivably be independently evolved in regions remote from each other.

দূরবর্তী ও ভিন্ন দেশের হলেও সভ্যতার সমস্তরে লোককাহিনী স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে, কারণ বিশ্বাস-সংস্কার সব দেশে সমানভাবে জন্মলাভ করে। বিশেষত ভৌগলিক

পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার মিল থাকলে কেবল লোককাহিনী কেন, ফোকলোরের নানা শাখায় অভিন্ন ধর্ম ও প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এনড্রিউ ল্যাং (Andrew Lang) আর একটি কথা জোর দিয়ে বলেন, তা হলো– লোককাহিনী বেশ প্রাচীন যুগে যুগে সংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্বরতার যুগ অতিক্রম করে সভ্যতার যুগে এগিয়েছে। তাঁর ভাষায়–

Tales were ancient and had been handed down with a gradual refining from on age of savage fancy to ages of civilisation.

বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব প্রসঙ্গে সমান্তরাল উদ্ভব তত্ত্বের কথা এসে যায়। সমান্তরাল তত্ত্বেও মূল কথা হলো : মানব সমাজের বিকাশ-ধারা স্থানের ও কালের দিক থেকে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হলেও সভ্যতার বিকাশ-ধারায় একই সাংস্কৃতিক পটভূমি ও আবেগময় প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে একই ধরনের লোককাহিনীর উদ্ভব ঘটে। বিশেষজ্ঞ বলেন,

Those holding to the theory of poly genesis hold that similar stages in the development of human society, though separated from each other by both time and place, give rise to similar cultural backgrounds and emotional reactions, and that these in turn lead to the evolution of similar tales.

ভিন্ন কথায়, পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে একই ধরনের কৃষ্টি জন্মলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এ্যানড্রু ল্যাঙ সমান্তরাল কৃষ্টির উদ্ভবতত্ত্ব বা সাংস্কৃতিক বিবর্তন তত্ত্বকে গ্রহণ করে। প্রাচীনতার ক্রমাগ্রসরতার মতবাদ (Theory of suvival)-এর ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অগ্রসর হন, যা লোকসাংস্কৃতির অনুশীলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[৩২] স্টিথ থম্পসন প্রমুখ গবেষক কৃষ্টির সমান্তরাল উদ্ভবতত্ত্ব মেনে নেননি; তার জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত The Golden Bough (২য় খণ্ড, ১৮৯০) গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, পৃথিবীর সব জাতিই একই সময়ে না হলেও সভ্যতার এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে। ব্রিটেনের জে এ ম্যাককুলোক-এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে কেবল এক একটি শাখার কথা বিবেচনা করলে ফোকলোরের উদ্ভব তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিকতার ধারণা জন্মে। প্রবাদ প্রধানত গদ্যের ভাষায় একটি সংহত চেতনার প্রকাশ তা সব দেশে, সব কালে, সব লোক সমাজে লক্ষ্য করা গেছে। প্রবাদের গঠনগত রূপের মতো প্রয়োগগত রূপও আছে; তা-ও হুবহু মিলে যায়। এমনকি প্রবাদের বুদ্ধিগত আনন্দ ও সৌন্দর্য তথা নান্দনিক আবেদনের ব্যাপারেও দেশে দেশে মিল আছে। ছড়া, ধাঁধা, গান, গাথা, লোককাহিনী সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। ছড়া সব দেশেই লঘু, চপল, চিত্রল, ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা। এর আয়তনগত সাদৃশ্য এবং উদ্দেশ্যগত সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও আশ্চর্য রকম মিল আছে। ধাঁধা ও পদ্যময় ক্ষুদ্র রচনা–রূপক-প্রতীক-উপমা-সাদৃশ্যের সাহায্যে হেঁয়ালি সৃষ্টি করা হয়। এক-দুই শব্দের উত্তরটি এ রচনার মধ্যে সংগুপ্ত থাকে। গান ও গাথা সুর-তাল যোগে গাওয়ার জন্যই রচিত হয়।

বিশ্বের সর্বত্রই একই রীতি। গদ্যে রচিত আখ্যানধর্মী লোককাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লোকসাহিত্যের শাখায় শাখায় গঠন, রূপ, ভাষা, চেতনা, আনন্দ ও সৌন্দর্যগত এরূপ মিল কীভাবে সম্ভব হলো? একটি জাগ্রত চলমান লোকসমাজ অন্য সমাজের দানের ও প্রভাবের অপেক্ষায় বসে থাকেনি। তার প্রয়োজনমত স্বাধীনভাবেই লোকসাহিত্যের এসব ধারা গড়ে তুলেছে।

নোয়াম চমস্কি ভাষার ক্ষেত্রে মগ্ন-কাঠামোতে যে মিলের তত্ত্ব দেন, ফোকলোর-এর উপাদানের অভ্যন্তরীণ মিলটি সেই কারণেই ঘটেছে। আমাদের দেশে কৃষকের ঘরের লক্ষ্মীর ছড়া (ধান গুচ্ছ), জাপানে, শস্যমাতা, ইউরোপে, শস্য পুতুল 'বা' শস্যরানী কি পরস্পরের প্রভাবের ফল না স্বাধীনভাবে উদ্ভবের ফল? "তেলে মাথায় তেল দেওয়া।" "বেরেলি মে বাঁশ লে জানা।" "Carrying coal to new castle" প্রবাদগুলো সমার্থক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবাদ একে-অপরের প্রভাবজাত হতে পারে, না-ও হতে পারে, কিন্তু প্রথমটি স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করেছে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এলো বান/ শিবঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যা দান।" আর "Twinkle twinkle little star,/ How I wonder, what you are." ছড়া দুটির উদ্দেশ্য শিশুকে ঘুম পাড়ানো, আবেগ, চেতনা, প্রকাশ-ভঙ্গি, ছন্দ, স্পন্দনের বেশ সামঞ্জস্য আছে। আঁটুল বাটুল শামলা শাটুল/শামলা গেছে হাটে/শামলাদের ছেলেগুলো পথে বসে কাঁদে। ছড়াটির ধ্বনি চেতনার সঙ্গে Humpty Dumpty sat on a wall/Humpty Dumpty had a great fall." ছড়ার ধ্বনি চেতনার চমৎকার মিল আছে। অন্তর প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে অজস্র মিল আছে।[৩৩] জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগেই তার সৃষ্টিকর্মে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সহজে সম্ভব। আর সে কারণেই এককেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্বেও পাশাপাশি বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের কথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

২.৪ উদ্বর্তন তত্ত্ব

উদ্বর্তন তত্ত্বে (Theory of the survival) দেখানো হয় যে, লোককাহিনীর মধ্যে আদিম লোক বিশ্বাস-সংস্কার-লোকাচার, যাদু ও তন্ত্র-মন্ত্রের উপাদান অনুরূপ বা আংশিক পরিবর্তিতভাবে বিদ্যমান থাকে।[৩৪] এগুলো সংস্কৃতির ভগ্নাংশরূপে লোককাহিনীতে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। এনড্রিউ ল্যাং, জেমস ফ্রেজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ উদ্বর্তন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন।

চার্লস রবার্ট ডারইউনের The origin of species; গ্রন্থে বিবর্তনবাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে নৃবিজ্ঞানের বিকাশ-জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদের যে তত্ত্ব তিনি দেন, তারই অনুসরণে নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের চিন্তা করা হয়। ফোকলোরের সাংস্কৃতিক পদ্ধতির আলোচনায় এই উদ্বর্তন তত্ত্ব অনুসৃত হয়ে থাকে। জীবদেহের মতো সমাজদেহ সেসব উপকরণ গ্রহণ করে। যেসব তাঁর বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অনুকূল। ফোকলোর সমাজ-মানসেরই ফসল। সংস্কৃতির গতিশীল ও প্রবহমান ধারা আছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে, আবার নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়।

জীবনের প্রয়োজন মিটাতে পারে না এমন সংস্কৃতি লোপ পায়। এরূপ সংযোজন-বিয়োজন-রূপান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা অভিব্যক্তিবাদের প্রকাশ ঘটে।

ফোকলোরের কোন উপাদান কত প্রাচীন, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিদের আলোকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার আলোচনায় দেশের প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশের কথা বলেন, যা ছড়াগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। ফোকলোরবিদগণের কাজ হবে এসব প্রাচীন উপাদান উদ্ধার করে জাতির লুপ্ত ইতিহাস নির্মাণ করা। রবীন্দ্রনাথের এরূপ বক্তব্যে উদ্বর্তন তত্ত্বেও সমর্থন আছে।[৩৫]

২.৫ বিকিরণবাদ তত্ত্ব

মানব সংস্কৃতি কোনো এক স্থানে জন্মলাভ করলেও পার্শ্ববর্তী স্থানের জনজাতির সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোনো সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এমতাবস্থায় মূল সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন থাকে না, আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবর্তিত হয়। এই বিষয়টি 'বিকিরণবাদ' (Diffusionalism) তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়।[৩৬]

নৃতত্ত্ব–সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে Diffusionalism বা বিকিরণবাদ : ঊনবিংশ শতকের অন্তিমক্ষণে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে যখন টাইলার মরগানের 'সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ' বা cultural evolutionsim জনপ্রিয়তার শিখরে তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নৃতত্ত্ববিদেরা বিকিরণবাদ নিয়ে চিন্তা- ভাবনা শুরু করেন। মূলজাত চিন্তায় সাযুজ্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য অনুযায়ী বিকিরণবাদকে কতকগুলো প্রচলিত ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রচলিত ধারা অনুযায়ী বিকিরণবাদ মূলতঃ ত্রিধারায় বিভক্ত ঃ

ক. ব্রিটিশ মতবাদ

খ. অস্ট্র-জার্মান মতবাদ

গ. মার্কিন মতবাদ

ক. ব্রিটিশ মতবাদ : এই মতবাদের প্রবর্তকের মধ্যে জি. এলিয়ট স্মিথ উইলিয়ম জে. পেরি, ডবলু এইচ আর রিভারস্ বিশেষ আলোচিত। এবার দেখা যাক এদের আসল বাস্তবতা কি ছিল। পেরি ও স্মিথ বলেছেন মিসরীয় সভ্যতায় যে সব বৈশিষ্ট্য সভ্যতার সূচনায় দেখা দেয় তাই ছিল উন্নত সভ্যতার সোপান। (অবশ্য তাঁরা এও বলতেন আলোচ্য সভ্যতা কৃষিভিত্তিক) মিসরীয় সভ্যতার সংস্পর্শেই সারা বিশ্বজুড়ে এই সভ্যতা বিচরিত হয় এবং সারা বিশ্বজুড়ে সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হয়। তারা আরো মনে করতেন যে মানব সত্তা মূলতঃ অনুকরণপ্রিয়। নতুন কিছু আবিষ্কারে তাদের ছিল প্রবল অনীহা। নৃ-সমাজ বিজ্ঞানী মহলে অধুনা এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অনড় এবং অগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত।

খ. অস্ট্র-জার্মান মতবাদ : ফ্রেডরিখ, বাটজেল, ফিৎস্ গ্রায়েবনার এবং ফাদার উইলহেম স্মিড্ট (Wilhelm Schmidt) এর ছায়ায় গড়ে ওঠে এক নতুন মতবাদ।

ব্রিটিশ মতবাদের মতো তাদেরও অবিচল বিশ্বাস ছিল যে মানুষ অনুকরণপ্রিয় এবং মূলতঃ আবিষ্কার অপ্রিয়। ব্রিটিশ মতবাদের সমর্থকরা সভ্যতার আদি কেন্দ্র হিসেবে

মিসরকে ধরলেও অস্ট্র-জার্মান মতবাদ কিন্তু শুধুমাত্র একটা সভ্যতাকেই 'বিকিরণকেন্দ্র' না বলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কথা বলেছেন। যদিও নিজেদের স্বপক্ষে তারা ব্রিটিশ মতবাদের মতো বেশকিছু ঐতিহাসিক তথ্যকে খাড়া করেছেন। তবুও এদের বক্তব্য পূর্বতনদের থেকে কিছুটা ভিন্ন।

গ. মার্কিন বিকিরণ মতবাদ : যদিও মার্কিনী বিকিরণ মতবাদীরা পূর্বতন দুই মতবাদের থেকে অন্যস্বরে কথা বলেননি, তবুও তাঁদের মতবাদ তুলনামূলকভাবে পরিকল্পিত, আধুনিকতার এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

প্রখ্যাত নৃ-সমাজবিজ্ঞানী বোয়াস শিষ্য ক্লাক উইস্লার এবং আলফ্রেড ক্রয়েবার যেন এই মতবাদের প্রাণহীন, শুষ্ক শিরায় ঢেলে দিলেন নতুন রক্ত। তারা সপ্রতিভ ভঙ্গিমায় সভ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আদি সভ্যতার সীমারেখা এবং ভৌগোলিকভাবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করলেন। এই তথ্যের ভিত্তিতেই উইস্লার প্রমাণ করলেন তাঁর বিখ্যাত age-area principle বা সময় স্থান প্রণালী।

নৃ-সমাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় বিকিরণবাদ নতুনত্বের আস্বাদন এনেছিল বললে ভুল হবে, অবশ্যই তা সভ্যতা সমাজ মানব জীবনসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার এক নতুন দিকে উন্মোচিত। তবে কেন একটি জন-মানবগোষ্ঠী কোনো সভ্যতার ধারাকে অনুকরণ বা গ্রহণ, বর্জন বা পরিত্যাগ করে। আর্থ-সামাজিকতার কোনো মূল গূঢ়সূত্রে এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার সঙ্গে একই সুতোয় গ্রথিত হয়। কেনই বা কোনো সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে সেই সভ্যতার প্রলক্ষণ বিকিরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহির্বিশ্বের আঙ্গিনায় এসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে না পারা এবং পরিষ্কার ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিই এই তত্ত্বকে সীমায়িত করেছে।

বস্তুত বিকিরণবাদ বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্বের বিরোধিতা করে। এককেন্দ্রিক সভ্যতার বিকিরণতত্ত্ব সংস্কার করে জার্মান পণ্ডিত বিভিন্ন সভ্যতার বিকিরণ তত্ত্বের কথা বলেন। প্রধানত স্বাক্ষরহীন জনজাতির অনুকরণ-প্রবণতা থেকে বিকিরণবাদের উদ্ভব হয়। লোককাহিনী স্থান থেকে স্থানান্তরে কীভাবে সম্প্রসারিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষজ্ঞ লিখেন :

Stories, like culture in general, are diffused by many different agencies: conquest resulting in prisoners, slaves, hostages, trades exogamous marriages, migration of people fugitives, shipwrecked sailors : proselytizing religions like Mohammedanism and Christianity, itinerant entertainers, seepage across boarders.

ফোকলোরের উপাদানসমূহ কেন্দ্র থেকে উৎসাহিত হয়ে ত্রিবিধি উপায়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হয়; (১) স্থানিক প্রসারণ (২) স্পর্শক প্রসারণ এবং (৩) উদ্দীপক প্রসারণ।[৩৭] বাউল গানের উদ্ভব-কেন্দ্র কুষ্টিয়া তা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে সম্প্রসারিত হওয়ায় যশোর ও নদীয়া প্রভৃতি জেলার বাউলগণ অনুপ্রাণিত হয় এরপর ঢাকা, সিলেট, বীরভূম, বর্ধমানে বাউল গানের উদ্ভব হয় উদ্দীপনা পদ্ধতিতে।

২ ৬. ধ্রুবসূত্র তত্ত্ব

ডেনমার্কের ফোকলোরবিদ এ্যাক্সেল ওলরিক (Axel Olrik) ধ্রুবসূত্র তত্ত্বে'র জন্মদাতা। তিনি ইউরোপের sage শ্রেণির লোকসাহিত্যকে বিবেচনায় এনে সূত্রগুলোর সন্ধান পান। প্রত্যেক লোককাহিনী কতক উপাদান আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে যুক্ত হয়ে সমগ্র কাহিনীর গঠন কাঠামোটি গড়ে তোলে। তিনি এগুলোকে সূত্রবদ্ধ করে 'এপিক ল' নামকরণ করেন। আবদুল হাফিজ এর বাংলা পরিভাষা করেছেন অনন্য সূত্র। ড. ওয়াকিল আহমদ 'ধ্রুবসূত্র' পরিভাষা গ্রহণ করেছেন।

এ্যাক্সেল ওলরিক এরূপ ১৩টি সূত্রের কথা বলেন। তিনি বলেন,

This category (sage) would include myths, song, heroic songs, and local Legends. The common rules for the composition of all these sage form we can then call the epic laws of folk narrative. [৩৮]

তিনি ধ্রুব সূত্রগুলোকে লোককাহিনীর 'জীববিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের লোককাহিনীতে এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তার প্রধান কারণ এই যে, আদিম মানুষ কাহিনীগুলো রচনা করেছে; পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারায় ঐক্য আছে। সাধারণত দেখা যায়, কাহিনীতে কনিষ্ঠপুত্র ভাগ্যবান হয়ে থাকে, সে-ই বিজয়ী হয়। এ-ও দেখা যায়, মানুষ বা বিশ্বের সৃষ্টি ঠিক তিনটি স্তরে সমাপ্ত হয়। লোককাহিনীর অবয়বগত এসব বৈশিষ্ট্যকে তিনি 'ধ্রুবসূত্র' নাম দিয়ে নিম্নের ১৩টি ধারায় বাণীবদ্ধ করেন ঃ

(১) আরম্ভ ও সমাপ্তি সূত্র (২) পুনরাবৃত্তি সূত্র (৩) একই দৃশ্যে দুই-এর সূত্র (৪) বিরোধের সূত্র (৫) তিনের সূত্র (৬) যমজের সূত্র (৭) চূড়ান্ত অবস্থানের তাৎপর্য সূত্র (৮) একক উপাদানের সূত্র (৯) আদর্শ গঠনের সূত্র (১০) ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যের সূত্র (১১) লোককাহিনীর যুক্ত সূত্র (১২) ঘটনার ঐক্যসূত্র (১৩) প্রধান চরিত্রের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ সূত্র।

প্রধানত কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য, সংখ্যা, যুক্তি, চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সূত্রগুলো নিরূপিত হয়েছে। কাহিনী হঠাৎ করে শুরু হয় না, আবার হঠাৎ করে শেষও হয় না, এর সূচনা আছে, বিস্তার ও পরিণতি আছে। 'এক দেশে এক রাজা আছিল', বা 'এক বনে এক বাঘ ছিল',–এভাবে গল্প শুরু হয়। আবার শেষে 'আমার কথা ফুরোলো' নটে গাছটি মুড়োলো, বলে গল্পের সমাপ্তি টানা হয়।

স্টিথ থম্পসন মনে করেন, ওলরিক কথিত সূত্রসমূহ লিখিত কাহিনীর ও মৌখিক কাহিনীর পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি ১৩টি সূত্রকে পুনর্বিন্যাস করে ৯টি সূত্র স্থাপন করেন। এতে ৫, ৭, ১০ ও ১১ সংখ্যক সূত্রের উল্লেখ নেই। একটি কাহিনীতে ১৩টি সূত্র থাকতে হবে। এমন কথা এক্সেল ওলরিক বলেননি। এক বা একাধিক সূত্র নিয়ে লোককাহিনী গঠিত হতে পারে। লোককাহিনী আকারে বড় হলে সূত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩৯]

২.৭ ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব

বিশ্বের রূপকথাসমূহের স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটলেও তাদের ক্রিয়াশীলতা থাকে অপরিবর্তনীয়। 'ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের Funetionalism মাধ্যমে রূপকথার কাঠামোগত বিশ্লেষণ করা হয়।'[৪০]

রুশ ফোকলোরবিদ ভ্লাদিমির জে প্রপ (Vladimir J. Propp) ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের প্রবর্তক। অভাববোধ থেকে ক্রিয়াশীলতার সূচনা এবং পরিণামে সেই অভাব থেকে মুক্তি। কথা ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে মোট প্রপ সর্বমোট একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার সন্ধান পেয়েছেন। কথার পরিসরের উপর ক্রিয়াশীলতার পার্থক্য ঘটে। সংখ্যার উপরে নয়। তবে পাত্র-পাত্রীর কম-বেশির জন্য সংখ্যার হেরফের ঘটে।

সংক্ষেপে বলা যায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লোককথার সূচনা প্রথমে দুবৃত্তি বা অভাব দিয়ে হয়। নানা–সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিবাহ (মিলন) অথবা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কথা সাধারণত মিলনান্তক বা বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়োগান্তক পরিণতি পায়। কথার ভেতরে অভাব মোচন, শিষ্টের পুরস্কার বা দুষ্টেরা তাড়না থেকে অব্যাহতি এবং গতিবেগ আদি সক্রিয়তা আরো নতুন ক্রিয়ার অগ্রগতির পথে চলে। লোককথায় অলৌকিক বা আজগুবি কাণ্ড থাকে, যাদু প্রসঙ্গও থাকে। তবে কথাকার বস্তুনিষ্ঠই থাকতে চায়। প্রপ কথার শ্রেণিবিন্যাসে বিষয়কে ভিত্তি করেননি, বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কথার গঠনাভিত্তিক বর্গীকরণের পক্ষপাতী তিনি। রূপকথা, পশুকথা, পুরাকথা ইত্যাদি শ্রেণি না মেনে গাঠনিক সক্রিয়তার বিচারে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রপ-এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন,–

1. Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its significance for the course of action. (2) Functions of characters serve as stalle, constant elements in a tale, independent of how and by whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale. (3) The number of functions known to fairy tale is limited.[৪১]

কাহিনী যখন পরিভ্রমণ করে তখন সংমিশ্রণ তত্ত্বের কারণে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ক্রিয়াশীলতার পরিবর্তন হয় না। কাহিনীর মূল তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রপ বলেছেন যে, কাহিনীর অন্য সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হলেও ক্রিয়াশীলতা অপরিবর্তনীয় থাকে। অর্থাৎ কাহিনীতে দুটো প্রধান প্রবাহ বিদ্যমান–একটি পরিবর্তনীয় এবং অপরটি অপরিবর্তনীয়। প্রপ বলেছেন,

The name of dramatis personae change but neither their actions nor functions change the function, as such, is a constant.[৪২]

কাজেই কাহিনীতে প্রধান চরিত্রগুলোর যেমন মূল্য রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য তারা কী করে এবং কীভাবে করে, তার। অন্যেরা যেখানে কাহিনীর এই বিষয়গুলোকে যার মধ্যে চরিত্র বাদ যায় না, motifs বা elements বলেছেন, সেখানে

প্রপ চরিত্রগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাদের ক্রিয়াশীলতাকে বলেছেন functions। যেমন, ভারতীয় দেবতাগণ কাহিনীর মধ্যে যে রকম আচরণ করে বা অলৌকিক কাজকর্ম সম্পাদন করে, ইউরোপীয় কাহিনীতে সেই কাজগুলো সম্পাদন করে কোনো ধর্মযাজক বা সন্ন্যাসী, আফ্রিকায় তারা আবার প্রেতাত্মা। এখানে কুশীলবের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়াশীলতা অপরিবর্তনীয়।

কাহিনীর অবয়ব অনুযায়ী ক্রিয়াশীলতার সংখ্যা কম-বেশি হয়। কাহিনীতে ক্রিয়াশীলতা জোড়াভাবে, ধারাবাহিকভাবে অথবা স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় ঐক্য বজায় থাকে। এ সম্পর্কে ক্লদ লেভি-স্ট্রস বলেন,–

Pairs of functions, sequences of functions and independent functions are organised in an unchanging system.

তাঁর মতে, জোড়া ক্রিয়াশীলতার উদাহরণ ঃ নিষেধ, নিষেধভঙ্গ, সংগ্রাম, বিজয়, নিপীড়ন, পীড়নমুক্তি ইত্যাদি; আর গুচ্ছ ক্রিয়াশীলতা : খলের ক্ষতিসাধন, নায়কের প্রস্থান, প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত, গৃহত্যাগ ইত্যাদি। এসব দ্বৈত, গুচ্ছ, স্বাধীন ক্রিয়াশীলতার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হয় ও যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে।[৪৩]

প্রপ তাঁর আলোচনায় শ্রেণিকরণের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু সেই শ্রেণিকরণকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হয় তবে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতেই তা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি ভবিষ্যৎ ফোকলোরবিদদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

Correct classification is of the first step in a scientific description. The accuracy of all further study depends upon the accuracy of classification.

শ্রেণিকরণ করতে গিয়ে তিনি কুশীলবদের ক্রিয়াশীলতাকে একত্রিশটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রাথমিক অবস্থা যদিও ক্রিয়াশীলতা নয়, তবু ফোকলোরের সব উপাদানেই তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কাহিনীর শুরুতে নায়কের পরিচয় প্রদান করা হয়, তার সামাজিক অবস্থান তথা মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হয়, ইত্যাদি।

১. কোনো একটি পরিবারের একজন সদস্য বাড়ি থেকে চলে যায়। সংজ্ঞা অনুপস্থিতি অথবা উপস্থিতি।
২. নিষিদ্ধকরণ বা নায়কের জন্য নিষেধাজ্ঞামূলক বাণী উচ্চারণ করা হয়। সংজ্ঞা–নিষিদ্ধকরণ।
৩. নিষেধাজ্ঞা বা নিষিদ্ধকরণ লঙ্ঘন।
৪. খল তার পরিদর্শন-পরিক্রমা বা প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করে। সংজ্ঞা প্রাথমিক পরীক্ষা।
৫. খল তার শিকার বা লক্ষ্য নায়কের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। সংজ্ঞা-অর্পণ করা।
৬. যাতে নায়ককে বশ করতে পারে অথবা তার সম্পদ করায়ত্ত করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে খল প্রতারণার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংজ্ঞা ছলনাজাল বিস্তার করা।

৭. নায়ক নিজের অজান্তেই খলের ছলনার শিকারে পরিণত হয়ে যায় এবং তার শত্রুকেই সাহায্য করে। সংজ্ঞা নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া।
৮. খলনায়কের পরিবারের কোনো একজন ব্যক্তির কিংবা প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে। সংজ্ঞা–খলত্বের প্রকাশ। অথবা,
পরিবারের একজন সদস্যের কোনো কিছুর অভাব ঘটে অথবা সে কোনো কিছু পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। সংজ্ঞা–অভাব।
৯. দুর্ভাগ্য অথবা অভাব জ্ঞাত করা হয়; নায়ককে অনুরোধ অথবা আদেশ করা হয়, তাকে প্রস্থান করতে সুযোগ দেয়া হয়। সংজ্ঞা-মধ্যস্থতা করে এমন ক্রিয়াশীলতা।
১০. সন্ধানকারী সম্মত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে প্রতিরোধ অথবা প্রতিশোধমূলক কাজে অগ্রসর হবে। সংজ্ঞা– প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত।
১১. নায়ক গৃহত্যাগ করে। সংজ্ঞা–যাত্রা।
১২. নায়ককে পরীক্ষা করা হয়, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, আক্রমণ করা হয়। সংজ্ঞা–দাতার প্রথম ক্রিয়াশীলতা।
১৩. ভবিষ্যৎ-দাতা বা সহায়কের কার্যকলাপে নায়কের প্রতিক্রিয়াজাত ক্রিয়াশীলতা। সংজ্ঞা নায়কের প্রতিক্রিয়া ও তদনুযায়ী কর্ম।
১৪. নায়ক যাদুদ্রব্য অথবা যাদুর নিমিত্ত হস্তগত করে এবং তার প্রয়োগ কৌশল অবগত হয়। সংজ্ঞা–যাদুদ্রব্য বা যাদুর নিমিত্ত ও প্রয়োগ কৌশল লাভ করা।
১৫. নায়ক স্থানান্তরিত হয়, তাকে অন্যত্র পাঠানো হয় নায়কের সন্ধানীয় ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। সংজ্ঞা– দুই রাজ্যের মধ্যে স্থানগত পরিবর্তন এবং পথ প্রদর্শন।
১৬. নায়ক এবং খল সরাসরিভাবে হাতাহাতি বা সংঘাতে লিপ্ত হয়। সংজ্ঞা–সংগ্রাম।
১৭. নায়ক চিহ্নিত হয়। সংজ্ঞা–চিহ্নিতকরণ।
১৮. নায়ক বিজয় লাভ করে এবং খল পরাজিত হয়। সংজ্ঞা–বিজয়।
১৯. প্রাথমিক দুর্ভাগ্যের অবসান অথবা প্রাথমিক অভাব অপসারিত। সংজ্ঞা–অভাব অপসারিত।
২০. নায়ক প্রত্যাবর্তন করে। সংজ্ঞা–প্রত্যাবর্তন।
২১. নায়ককে অনুসরণ করা হয়। সংজ্ঞা–অনুসরণ করা বা তাড়ানো।
২২. খলের অনুসরণ থেকে নায়ককে উদ্ধার করা হয়। সংজ্ঞা–উদ্ধার।
২৩. নায়ক অপরিচিত অবস্থায় বাড়িতে অথবা অন্য কোনো দেশে উপস্থিত হয়। সংজ্ঞা–অপরিচিত অবস্থায় আগমন।
২৪. মেকি–নায়ক তার অসার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হয়। সংজ্ঞা–ভিত্তিহীন দাবি।
২৫. নায়কের নিকট কঠিন কাজের প্রস্তাব দেয়া হয়। সংজ্ঞা–কঠিন কাজ।

২৬. পরীক্ষামূলক কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। সংজ্ঞা–সম্পন্ন করা।
২৭. নায়ককে চিনতে পারা। সংজ্ঞা–শনাক্তকরণ।
২৮. মেকি-নায়কের মুখোশ উন্মোচন, তার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা। সংজ্ঞা–পরিচয় প্রকাশ।
২৯. নায়ক নতুন চেহারা লাভ করে অথবা তাকে নতুন একটি আকৃতি প্রদান করা হয়। সংজ্ঞা–আকৃতি পরিবর্তন বা রূপান্তরকরণ।
৩০. খলকে শাস্তি প্রদান করা হয়। সংজ্ঞা–শাস্তি।
৩১. নায়ক বিবাহ করে এবং সম্পদ লাভ করে অথবা সিংহাসনে আরোহণ করে। সংজ্ঞা–বিবাহ।[৪৪]

আলোচ্য একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার পর কাহিনী পরিসমাপ্তি ঘটে। একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতার অধিক যে কোনো কাহিনী হতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। তবে প্রপ এই একত্রিশটির উল্লেখ করেছেন এবং আমার মনে হয়, অধিকাংশ কাহিনীই এই সংখ্যাকে অতিক্রম করে না। কিছু কিছু কাহিনীতে যদি করে তবে যিনি কাঠামোগত বিশ্লেষণ–করবেন তাঁরই দায়িত্ব হবে এগুলোর বিশদ আলোচনা, উল্লেখ এবং শ্রেণিকরণ করা। অবশ্য এই একত্রিশটি মূল ক্রিয়াশীলতার মধ্যে আরো অনেক শাখা-প্রশাখার উল্লেখ আছে এবং বিশ্বের সব জাতীয় লোককাহিনী ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে এই মূল ও শাখা-প্রশাখার আওতায় পড়ে। প্রপ এবং প্রপ-পরবর্তী পণ্ডিত ভাষা বিজ্ঞানী চমস্কি, নৃবিজ্ঞান লেভি-স্ট্রস এবং ফোকলোর বিজ্ঞানী ডান্ডেজ ও মারান্ডা-দম্পতি ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।

ভ্লাদিমির প্রপ একজন স্পর্শকাতর পণ্ডিত ছিলেন। লেভি-স্ট্রস ১৯৬০ সালে প্রপের কিছু বিরূপ সমালোচনা করেন এবং প্রপ তার উত্তরও দেন। প্রপ-ই আমাদের সম্মুখে প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক বিপুল সম্ভাবনাকে অবারিত করেছেন। তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা যা কিছু আছে তা দূর করার দায়িত্ব পরবর্তী গবেষকদের। ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের তিনিই প্রথম পথের সন্ধান দিয়েছেন– এগিয়ে যাওয়া বা নব নব পথ নির্মাণের দায়িত্ব উত্তর সাধকদের স্কন্ধে তুলে নিতে হবে।

২.৮ পরাফোকলোর তত্ত্ব

মেটাফোকলোরকে ডক্টর মযহারুল ইসলাম পরা ফোকলোর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। Metaphysics বলতে যেমন আমরা সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র বা অধিবিদ্যা অথবা পরা-অধিবিদ্যা বুঝে থাকি, তেমনি মেটাফোকলোর বলতে আমরা ফোকলোরের ফোকজাত অর্থ বুঝতে পারি। যারা ফোকলোর সৃষ্টি ও চর্চা করে, ফোকলোর সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি, বিচার-বিবেচনায় এনে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করাই এই তত্ত্বের মূল কথা। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সমীক্ষার ওপর জোর পড়ে। এ ব্যাপারে কাল উইলহেলম ভন সিডো কথিত 'সক্রিয় ঐতিহ্য বাহক ও নিষ্ক্রিয়' 'ঐতিহ্য-বাহক' নাম-শব্দ দুটির কথা মনে রাখা দরকার। যারা ফোকলোর সৃষ্টি ও চর্চায় সরাসরি জড়িত তারা 'সক্রিয় ঐতিহ্য বাহক', যেমন– কথক, বয়াতি, কবিয়াল, গায়েন, দোহার, সূত্রধর, ছোকরা,

ঘাটু, সরকার ইত্যাদি। আর যারা ফোকলোরের কোনো বিষয় দেখে ও শুনে শিখে এবং কদাচিৎ চর্চা করে, তারা 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক'। প্রথমোক্ত শ্রেণি লৌকিক উপাদানের অর্থ ও প্রসঙ্গ সম্পর্কে যতখানি সঠিক তথ্য দিবেন, দ্বিতীয় শ্রেণি ততখানি তথ্য দিতে সক্ষম নন। সুতরাং মূল পাঠ এবং পাঠ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ফোকলোরবিদ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মূল পাঠ ও পাঠ সংক্রান্ত তথ্যকে একত্রে পরা ফোকলোর বলা হয়।

১৯৬৪ সালে এ্যালান ডাণ্ডেজ প্রথম মেটাফোকলোর শব্দটিকে ব্যবহার করেন। তিনি বলেন,

As there is a term analogous to refer to linguistic statements about languages, so we may suggest meta folklore to refer to folkloristic statements about folklore.[৪৫]

তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেন–

One can not get enact meaning from the text or even from the contact under which a folklore-genre is presented or performed. For this reason Folklorist must actively seek to elicit the meaning of folklore from the folk.

ডান্ডেজ মেটা ফোকলোর এবং ফোক সাহিত্য-সমালোচনা বলতে যা বুঝিয়েছেন তার মূলে রয়েছে পরিবেশ পরিস্থিতিগত পঠন-পাঠন।[৪৬]

মযহারুল ইসলাম বাংলা প্রবাদ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত নিয়ে 'মেটাফোকলোর' সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা এ-প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

মূলপাঠ ঃ

১. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী
২. ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদর।
৩. যদি হয় সুজনা, তেঁতুল পাতায় ন'জনা।

প্রবাদগুলোর অপর পাঠ :

১. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী
কথায় কথায় ডিকশনারি
২. ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদর।
জঙ্গলের বাইরে য্যান ঘুরে বেড়াল বাঁদর।
৩. যদি হয় সুজনা
তেঁতুল পাতায় ন'জনা
বুঝে রাখো লোকজনা।

মযহারুল ইসলাম দ্বিতীয় পাঠের বাক্যগুলোকে 'মেটাফোকলোর' বলেন। প্রথম প্রবাদে অল্প বিদ্যাধারী ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদটির সাধারণ অর্থ এই যে, স্বামীর আদর না থাকলে একটি মেয়ের মুখে চাদর দিয়ে বা ভালো পোশাক পরে লাভ নেই। এই প্রবাদটি যখন দুই ঝগড়াটে মহিলা ঝগড়ার সময়ে ব্যবহার করে, তখন তার অর্থ অন্য রকম দাঁড়ায়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ঝগড়ারত এক বিবাহিতা মহিলা অপর বিবাহিতা মহিলাকে বলতে পারে, আ-হা কি আমার বড়লোকের বউরে,

ভাতারের নাই আদর, মুখে দিসলো চাদর, লজ্জা করে না, জঙ্গলের বাইরে য্যান ঘুরে বেড়ান বাঁদর। এখানে ব্যবহারের ফলে প্রবাদটির অর্থ, ব্যঞ্জনা এবং গূঢ় অভিব্যক্তি অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখানে প্রবাদের contextual অর্থটি উপলব্ধি করা যায়। এর সঙ্গেই জড়িত পরাফোকলোর গত অর্থ।[৪৭] তৃতীয় প্রবাদে মানুষের সদাচরণের প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলাতেও এ রকমের দৃষ্টান্ত আছে–

খেয়া ঘাটের ধারে, দেরিতে আসে পাড়ে যার অর্থ সুস্পষ্ট। এ জাতীয় আর একটি প্রবাদ 'মসজিদের কাছে, মুসল্লি আসে পাছে, অথবা 'নামাজে আসে পাছে'। একই জাতীয় আর একটি প্রবাদ : ইস্টিশনের ধারে, গাড়ি ধরতে নারে। এই প্রবাদগুলোর মধ্যে ফোকদের নব নব সৃষ্টির নমুনা আসলেই বিশ্লেষণধর্মী। বাংলাদেশ যেহেতু নদীমাতৃক দেশ, সেহেতু। 'খেয়া ঘাটের ধারে' প্রবাদটিকে বলা যায় মৌলিক বা kernel প্রবাদ। যা থেকে অন্যগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টিগুলো পরাফোকলোরগত।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির বেলাতেও আমরা মেটা ফোকলোরের সন্ধান করতে পারি। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত বলেছেন ঃ From another perspective it is possible to regard the ethnic system of genres as a cultural meta folklore. Meta folklore can be understood to mean the conception a culture has of its own folklore communication as it is represented in the distinction of forms, the attributions of appropriateness of their application in various cultural situations.[৪৮] অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির মধ্যেও আমরা পরাফোকলোরের সন্ধান পাই।

প্রবাদের মতো ধাঁধার মধ্যেও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, বরং প্রবাদ অপেক্ষা ধাঁধার ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা অধিক।

১. খেলে খাড়ো, না খেলে জড়ো। (বস্তা)
২. ইটা হনে ছেমড়ি,/নায় না ধোয় না, তাও সুন্দরী। (রসুন)
৩. আমার একটি পাখি আছে/যা দিই তাই খায়।
জল দিলে মরে যায়। (আগুন)

ধাঁধার ব্যাখ্যা সূত্র আবশ্যক, কেননা উত্তরটি ঐ ব্যাখ্যা সূত্রে নিহিত থাকে। পরাফোকলোর তত্ত্বের চেতনা সাম্প্রতিক, এ সম্পর্কে গবেষকের কৌতূহল ক্রমশ জাগ্রত হচ্ছে।[৪৯]

২.৯. মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব

'মনোসমীক্ষণ তত্ত্বে' (psycho-analytical Theroy) মানুষের অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী প্রকাশ ব্যাখ্যা করা হয়।[৫০] মনোসমীক্ষণের স্রষ্টা সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। ভিয়েনার এই চিকিৎসক প্রথমদিকে সম্মোহনের সাহায্যে নিউরোসিস, বিশেষ করে হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা করতেন। রোগীদের দেখা নানা ধরনের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন মানসিক রোগের কারণ এবং মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে তা নিরাময়ের পথ আবিষ্কার করেন। ফ্রয়েডের মতে– আমাদের যে মনটাকে আমরা চিনি, বুঝি–অর্থাৎ যে মনটার মধ্যে ইচ্ছা; 'আবেগ', এসব জেগে ওঠে তা হলো 'চেতন-মন; সেই চেতন-

মনের গভীরে থাকে আর একটা 'অবচেতন-মন' যার অস্তিত্ব আমরা কৃচিৎ-কদাচিৎ টের পাই। আমরা যখন জেগে থাকি, যখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের ভাবনা, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি–সবই থাকে চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে। ঘুমের সময় আমাদের অবচেতন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের রূপ ধরে আমাদের চেতনার মধ্যে চলে আসতে চায়।

মনোসমীক্ষার তত্ত্ব অনুযায়ী–আমাদের মন তিনটি অংশের সমাবেশে গঠিত। এরা হলো অদম (Id), অহম্ (ego) ও অধিশাস্তা (super ego)। 'অদম' হলো মনের আদি অবস্থা–জন্মের সময় মনের যে অবস্থা থাকে। এর মধ্যে থাকে কতকগুলো সহজাতবৃত্তি, যা সব সময় বাস্তব অবস্থা এবং বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে নির্বিচারে সুখের খোঁজ করে। বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অদমের যে অংশ পরিবর্তিত হয় তার নাম 'অহম্'। এর কাজ হলো বাস্তব অবস্থা এবং অধিশাস্তার অনুশাসনকে মেনে অদমের ইচ্ছাশক্তিকে পূরণ করা। ফ্রয়েড তথাকথিত বিবেক, বাবা-মায়ের নৈতিক উপদেশ, সমাজ বিধান জীবনের আদর্শবোধ এগুলোকে একসঙ্গে 'অধিশাস্তা' নামে অভিহিত করেন। এর প্রধান কাজ হলো– শৈশবের শিক্ষালব্ধ নীতিবোধ এবং আদর্শ অনুযায়ী অহম্‌কে পরিচালিত করা।

মনোসমীক্ষার মাধ্যমে স্বপ্ন ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখেছিলেন–সভ্য মানুষ তার অতৃপ্ত ও বিকৃত বা অসামাজিক যৌন-কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে চেতন-মন থেকে জোর করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। অবচেতন মনে বন্দি হলেও সেসব কামনা-বাসনা নিষ্ক্রিয় থাকে না, তারা স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা মানসিক রোগীর অস্বাভাবিক কথাবার্তা ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করে। চেতন মন ও অধিশাস্তার নজর এড়ানোর জন্য প্রায়ই এদের 'প্রতীক'-এর ছদ্মবেশ নিতে হয়। যেমন স্বপ্নের মধ্যে মানুষ জীবনকে বৃক্ষরূপে দেখে; পুরুষাঙ্গ সাপের আকার নিয়ে সামনে আসে, সন্তরণ হয় যৌন সুখের প্রতীক।

ফ্রয়েডের মতে অবচেতন মনের পুঞ্জীভূত আবেগই হলো মানসিক রোগের কারণ। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এদের চেতন মনে তুলে আনতে পারলে যেমন রোগের স্বরূপ চেনা যায়, তেমনি রোগের মূল কারণ বুঝিয়ে বলতে পারলে রোগীও সেরে ওঠে।

সাহিত্য রচনা করে মানুষ, সাহিত্যের উপজীব্যও মানুষ, তাই সাহিত্যের ব্যাখ্যায় সমালোচকরা মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফোকলোরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যেসব পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি।

ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।